শিক্ষানবিশের

পদ্য।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার

প্রণীত।

চুঁচুড়া

কদমতলা

সাধারণী যন্ত্রে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮১ ভাদ্র।

১৮৭৪।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

ভূমিকা।

শিক্ষানবিশের পদ্য প্রকাশিত হইল। ইহা উভয়তঃ শিক্ষানবিশের ; কেন না যখন লিখি তখন আমি শিক্ষানবিশ, এবং এক্ষণে শিক্ষানবিশের জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল।

বিষয় কার্য্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাশকালে বায়রণ হইতে একটু আধটু অনুবাদ করিতাম। তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দোবন্ধ রচনা লিখিতে অভ্যাস করা ; গৌণ উদ্দেশ্য অবকাশ কর্ত্তন ; কোন কোন স্থানের অনুবাদ কিছু ভাল হইলে একটু আহ্লাদও হইত। এইরূপে 'বন্দীর বিলাপ,' 'ভারতবর্ষ,' ও 'সাগরের' জন্ম।

অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহা জানি, সুতরাং প্রশংসাবাদ প্রাপ্তি লোভে এই গ্রন্থের প্রকাশ নহে। তবে রসজ্ঞ ভাল বলিলে, কিছু আহ্লাদ হইবেই হইবে।

কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। রসপূর্ণ কাব্য গ্রন্থ হইতে ছন্দোবন্ধে রসানুবাদের চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ

জন্মে, এবং ভাষাজ্ঞানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। যাঁহারা বালকবৃন্দের ঐ ত্রিবিধা উন্নতির কামনা করেন, তাঁহারা শিক্ষানবিশের পদ্য হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন। এবং এমনও বোধ হয়, যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ করিবে।

আর একটি কথা আছে। এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারিবেন। আর এ শিক্ষা সৎশিক্ষা।

আজি কালি বায়রণের কাব্যের সম্যক্ সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই বায়রণানুকরণ দেখিতে পাই। এমন সময় বায়রণ কোন বিষয়ে কিরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বায়রণের কাব্যের কিঞ্চিৎ নমুনা পাইবেন।

'বন্দীর বিলাপ', 'ভারতবর্ষ' ও 'সাগর' বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। 'নারী,' মহাভারত হইতে। 'একদিন,' কোন ইংরাজি সাময়িক পত্রের অনুকরণে লিখিয়াছিলাম; সে পত্রের নাম পর্য্যন্ত স্মরণ নাই। 'হাসি কান্না' ও 'মৃত্যু' স্বরচিত।

শিক্ষানবিশের ছন্দোবন্ধ পূর্ব্ব প্রথানুসারী নহে; ত্রয়োদশ বর্ণ সমষ্টিকে অর্দ্ধ পয়ার রূপে গণ্য করিয়াছি, আবার অনেক স্থানে সেই অর্দ্ধ পয়ারে ষোলটি অক্ষর আছে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একত্র মাখামাখি করিয়াছি। এরূপ করিবার যুক্তি আছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা সেই সকল যুক্তি প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থল নহে। শিক্ষানবিশের পরিতৃপ্তিসাধন ও অবকাশ রঞ্জনার্থ ইহা লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে শিক্ষানবিশের উপকারার্থ প্রকাশিত হইল, কিছু উপকারে আসিলেই ভাল হয়।

৭ই ভাদ্র।
১২৮১

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সূচী।

বন্দীর বিলাপ।

এই কেশ মম কাশকুসুমসঙ্কাশ
বয়সেতে নয়, ইহা স্বভাবেতে নয়,
হয় নাই ধবলিত পেয়ে মহা ভয়,
শুনিয়াছি তাও নাকি কার কার হয়।
বিকলাঙ্গ, অস্থিভঙ্গ, নহে শ্রম জন্য,
ক্ষীণ বল, ভোগ করি বিশ্রাম জঘন্য।
কারাগার তলে পড়ি দেহ গেছে গড়াগড়ি
কত কাল কাটায়েছি বন্দীর সমান,
ধরণী জননী কোল দেখেনি সন্তান;
এই বিশুদ্ধ পবন ছিল নিষিদ্ধ সেবন!
ভুঞ্জিয়াছি দুখ পিতৃ ধর্ম্মের কারণ,
পরেছি শৃঙ্খল পায়ে, মেগেছি মরণ;
পিতাকে চড়ায়ে শূলে করে অপমান,
নাহি তেজিঁ ধর্ম্ম পিতা তেজিলেন প্রাণ।

তাঁহার সন্তান সব সেই ধর্ম্ম লাগি
অন্ধকার কারাগারে হই দুখ ভাগী;
সবে ছিলাম তখন, পিতা পুত্র সাত জন,
একেতে ঠেকেছি আমি তাহার এখন।
তাঁরা যৌবনে ছজন, তাঁরা যৌবনে ছজন,
বিধর্ম্মি যবন সনে আরম্ভিয়া ঘোররণ
গরবে স্বরগ ধাম করিল গমন;
অনলে পোড়ায়ে মারে এক সহোদর,
দুইজন তেজে প্রাণ করিয়া সমর,
ঈশ্বরে বিশ্বাস নাহি করে শত্রুকুল,
সেই ঈশ্বরের লাগি হয়ে এত দুখভাগী
রাখিতে ধর্ম্মের মান দেহ দেয় বলিদান,
পিতাসনে দুইজনে হইল নির্ম্মূল;
শেষে সহোদরত্রয় হয়ে রণে পরাজয়
কারাগারে বন্দীভাবে পাইলাম স্থল;
ক্রমেক্রমে দুই ভাই পুন সেখানে হারাই,
আমি মাত্র আছি তার স্মরণের স্থল,
এখন অভাগা আছে কাঁদিতে কেবল।

প্রাচীন গভীর কারা নামেতে শীলন
গর্ভ মধ্যে সপ্ত স্তম্ভ গথিক গঠন,
স্থূলকায় স্তম্ভচয় কপিশ মলিন
বন্দকরা মন্দকরে শুভ্রকান্তি হীন ;
প্রাচীর ঈষৎ ভঙ্গ, ভেদি তাই কারা-অঙ্গ
পথ ভুলি রবিকর প্রবেশিয়া সেই ঘর
ভিতরের ভিত্তিভাগে পড়িত, রহিত,
ধীরি ধীরি ক্রমে চলে রসাতল কারাস্থলে
আলেয়া আলোক মত ভ্রমণ করিত ;
বেড়িতে বেষ্টিত ছিল পিলুপা সকল,
বেড়িতে লাগান ছিল লোহার শিকল,
—লোহার শৃঙ্খল সেই কঙ্কর দশন—
বিঁধিয়াছে অঙ্গে কত রয়েছে এখন,
সেই শৃঙ্খল লাঞ্ছন আর হবে না মোচন
যতদিন নবরবি হেরিবে লোচন।
রবির কিরণ জাল, হেরি নাই কতকাল
নয়নে লাগিছে তাই যেন তপ্ত শূল
কেবা গণে কত কাল? এবে সব ভুল !

দীর্ঘপদে কাল করে   গম্ভীর গমন
না পারি গণিতে তার   প্রপদচারণ,
—জ্ঞান হীন, গণে কেবা ? স্থির নহে মন—
সেই দিন হল ভ্রম, সেই দিন হল ভ্রম
যেই দিন হারায়েছি   প্রাণধন মম,
আমি হারায়েছি ভাই, মম আর কেহ নাই,
নতশিরে যমঘরে   করেছে পয়াণ,
অভাগা বাঁচিয়া আছে যায় নাই প্রাণ।

জনে জনে থামে থামে বাঁধা হয়ে থাকি,
তিন জন তিন ঠাঁই—একত্র—একাকী ;
চরণ চারণ করি   হেন সাধ্য নাই,
পরস্পর পরস্পরে   হেরিতে না পাই,
মলিন আলোকে মুখ   দেখে মনে হয়
বুঝি পরিচিত নয়, এই হলো পরিচয়,
একত্রে, একাকী তাই   মিলনে, পৃথক্,
অঙ্গেতে শৃঙ্খল বদ্ধ   মর্ম্মেতে কণ্টক ;

বায়ু বহ্নি ব্যোম বারি হারাইয়া এই চারি
পরস্পর কথা কয়ে হইত সান্ত্বনা,
আশার মায়ার গুণে পুরাণ কাহিনী শুনে
কভু বীর গুণ গানে যাইত যাতনা ;
ক্রমে যত দিন যায়, কাণ আর না জুড়ায়
ক্রমেতে হইল রব ভয়াল গম্ভীর,
—প্রতিধ্বনি করে যেন প্রস্তর প্রাচীর—
স্বাধীনের স্বর নহে—সহজ সুন্দর,—
কারাগারে কণ্ঠস্বর কর্কশ ঘর্ঘর।
মনে হয়ে ছিল ভ্রম, বুদ্ধি লোপ হল মম,
রব শুনে আমি তাহে করিনু নিশ্চয়,
নিজ কণ্ঠস্বর নহে পরে কথা কয়।
তিন জন মাঝে আমি ছিনু বড় ভাই,
বুঝাতে সুঝাতে আমি ত্রুটি করি নাই,
দুজনে সান্ত্বনা আমি করি অবিরত,
মেঝো ভাই ছোট ভায়ে বুঝাইত কত,
পিতার পরমপ্রিয় ছোট ভাই মোর,
—মাতার মতন মুখ মণ্ডল মাঝারে

নাচন লোচন যেন চতুর চকোর—
তার লাগি পোড়ে প্রাণ কহিব কাহারে?
সোণার পাখীরে দেখি লোহার পিঞ্জরে
থাকিতাম, কাঁদিতাম বিহ্বল অন্তরে;
নবীন রবির করে, বিশ্বতমো নাশ করে
জলেতে উজলি উঠে কমলের দল,—
হেরি তার সোণা মুখ ঘুচিত সকল দুখ
প্রফুল্ল হইত মম মানস কমল।
বিমল উজ্জ্বল শান্ত সেই সহোদর
স্বভাবে সুন্দর অতি প্রফুল্ল অন্তর,
পৃথিবীর পাপ দেখি নরের যাতনা
হৃদয়ে সতত সেই পাইত বেদনা,
করিবারে ক্লেশ শান্তি কত যে করিত,
সান্ত্বনা করিতে যদি তবু না পারিত,
বরষিত অশ্রুজল লোচন কাতর,
ঝরণায় ঝরে যথা বারি ঝর ঝর।

পরম পবিত্র মতি ছিল আর জন,
কিন্তু হেন লয় মন, বুঝি তাহার সৃজন,
সংসারে মানব সহ করিবারে রণ।
শরীর সবল তার, অটল মানস,
ধরাবাসী নরলোক হয়ে যদি এক যোগ
তার সনে কভু তারা সংগ্রাম করিত,
তার এমনি সাহস, তার এমনি সাহস,
সকলের আগে গিয়া কাঁচামাথা রণে দিয়া
কুতূহলে রণস্থলে মরিতে সে পারিত।
শিকলের ভরে কিন্তু হইয়া অবশ
দিনে দিনে তেজহীন তাহার মানস।
নীরবে নিস্তেজ হল সেই ভাই যবে,
বিবরে বিরলে আমি বিরস নীরবে ;
আপনার দুখ ঢাকি, আপনার হৃদে রাখি,
বুঝাইতে তবু আমি করেছি যতন ;
তারা আমার তখন—তারা আমার তখন—
জন্মভূমি জননীর স্মরণের ধন।
শার্দ্দূল ভল্লুক সিংহ ধরিত মারিত

শিখরী শিখরে সেই শীকার করিত,
অন্ধকারে কারাগারে সেকিপারে থাকিবারে?
তার পক্ষে তার চক্ষে নরক বিশেষ,
পায়ের শিকল তার যাতনার শেষ।

তুষার ধবল কারা জনে ভয় প্রদ,
কারার প্রাচীর পার্শ্বে লীমানের হ্রদ;
লাগিয়া কারার অঙ্গে সুগভীর জল
উঠিত বহিত সদা করি কল কল;
ফেলিয়াছে মাপ রসি, পরিমাণ আট রশি,
মাপিয়াছে তার জল, তবু নাহি পায় তল,
গভীর গম্ভীর জলে প্রাচীর বেষ্টিত,
কারাতলে সেই বারি মিলিত খেলিত,
পাথারে বেষ্টিত, তাহে গাঁথনি পাথর
জলে শীলে ঘেরা কারা জীবন্ত কবর,
নীচে গুহাতল তার উর্দ্ধে জলজাল,
অন্ধকূপে কোন রূপে কাটাতাম কাল;
উপরে প্রাচীর গায়ে লাগিত সে জল,

অহর্নিশ শুনিতাম রব কল কল,
যবে প্রবল পবনে মাতি গগনপ্রাঙ্গনে
উঠিত, পড়িত, আর নাচিত, খেলিত,
হ্রদজল উথলিয়া উপর গরাদে দিয়া
সলিল শীকর সব অঙ্গে আসি লাগিত ;
নড়িত পাহাড় সেই প্রবল পবনে ;
কম্পিত না মম হৃদি সেই ভূকম্পনে,
মম কি ভয় তখন? মম কি ভয় তখন?
কারাকষ্ট অন্তকারী কালান্তক দণ্ডধারী
যম যদি কাছে আসি দিত দরশন,
করিতাম বক্ষে তারে হাসিয়া ধারণ।

অনুজ সোদর মম সদাই বিরস,
বিষাদে বিনত হল অটল মানস,
ঘৃণা করি, পরিহার করিল আহার,
—সামান্য জঘন্য বলি ঘৃণা নয় তার—
শিখরী শিখরে সেই করিত শীকার,
ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্য নাছিল বিচার,

শৈল ছাগ দুধ আরনাহি মিলে তায়,
পরিখা জীবন এবে জীবন উপায়।
যদবধি নরগণ, যদবধি নরগণ,
সজাতি মানব ধরি পশু মত মনে করি
অন্ধকারে বন্দ করে রাখিতে শিখিল,
তদবধি বন্দীকুল, হয়ে অতি শোকাকুল,
কোলে লয়ে শুকভাত, করি তাহে অশ্রুপাত,
লোণা জলে লোণা চাল নীরবে মাখিল ;
পেয়েছি সে মোটা ভাত, করেছি সে অশ্রুপাত ;
জঘন্য অন্নের লাগি নহে তার দুখ,
দিন দিন ক্ষীণকায় জর্জরিত বুক,
" কারাগারে বদ্ধ আছি " এই যে ভাবনা
দহিত অন্তর তার, কে করে সান্ত্বনা ?
গড়ানে পাহাড় পাশে, বেড়াইতে মুক্তশ্বাসে
—কেহ করিত বারণ, যদিবাঁধিত চরণ—
এত অভিমান তার, মনে ভাবিয়া ধিক্কার,
রাজ প্রাসাদ আগার, ভাবি বিষাদ আধার,
সেইস্থানে সেইক্ষণে যাচিত মরণ।

একবারে সবকথা, বলিবারে কিবা ব্যথা ?
মরিল মধ্যম ভ্রাতা নিরাহারে তথা !!
আমি দেখিলাম তাই, তারে ধরিতে না পাই,
অসময়ে কোলে লয়ে কাঁদিতাম তারে
শীতল নির্ঝর বারি দিতাম ভ্রাতারে;
পরশিতে মৃত্যুকালে নাপাই তখন,
শবদেহ দিল কই করিতে ধারণ ?
ছিঁড়িতে আয়সপাশ, করিনু কত আয়াস,
নাপারি ছিঁড়িতে শেষে হইনু নিরাশ ;
মরিল মধ্যম ভাই, যত শত্রু দল
ভাঙ্গিল পায়ের বেড়ি, কাটিল শিকল,
কারাতলে অগভীর করিল গহ্বর,
লভিল জীবন ভ্রাতা শীতল কবর।

কাতরে যুড়িয়া কর, আমি মেগেছিনু বর,
রাখিতে তাহারদেহ ধরণী উপর ;
ধরণী ধূলায় পড়ি শরীর বিকল
দিবাকর বিভা লাগি হইবে উজ্জ্বল,
—“মরিলেও স্বাধীনতা লাগি হবে দুখ,

বন্দীঘরে অন্ধকারে নাহি পাবে সুখ”—
হৃদয়ে উদয় এই অনর্থ ভাবনা,
করযোড়ে আমি তাই করিনু প্রার্থনা ;
ব্যর্থ মম প্রার্থনায় কি হইতে পারে ?
উপহাসে হাস্য করি পুঁতিল তাহারে।
আদরের সহোদরে ভূমে শোয়াইয়া
মুটোকত খোলা মাটী দিল ছড়াইয়া ;
তাহে বেড়ি ভাঙ্গা বেড়ী রহিল পড়িয়া ;
—স্মরিবারে সেই কীর্ত্তি রহিল কেবল
কীর্ত্তি স্তম্ভ, তার শূন্য লোহার শৃঙ্খল—

স্নেহের সোদর পরে সুমন সমান,
জনম সময় হতে আদর আধান,—
—চারুমুখে মাতৃ ছবি সতত বিরাজে—
তরুণ প্রণয় সেই পরিবার মাজে ;
হৃতাস্থ পিতার ছিল মানসরঞ্জন,
আমার চরম চিন্তা হইল এখন ;

তার লাগি করি যত্ন, রাখিতে জীবন রত্ন,
ক্লেশের লাঘব হবে, শেষে স্বাধীনতা লভে,
নিজালয় যাবে চলে—রবেনা নীরবে ;
অদ্যাপি আছিল তার অক্ষুণ্ণ মানস,
দৈব বলে সহজেতে তাহার সাহস,
কত কাল একভাবে যায় বল দিন !
প্রফুল্ল প্রসূন হয় ক্রমেতে মলিন।
ক্রমেতে লাগিল তার অন্তরে আঘাত
শুখাইল সুখ মুখ লাগি দুখ হাত।
দেহ ছাড়ি দেহী যবে দেশান্তরে ধায়,
ভয়ানক দৃশ্য সেই দেখা নাহি যায় ;
যেভাবে যে রূপে যাক্ যমের নগর
দশম দশাতে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর ;
দেখিছি গিয়াছে প্রাণ, শোণিতের সঙ্গে,
আকুল সাগরোপর হাবুডুবু খায় নর,
দেখেছি গিয়াছে প্রাণ, তরঙ্গের ভঙ্গে,
বিকারে বিচ্ছিন্ন মন পরিপূর্ণ পাপে
দেখিছি গিয়াছে প্রাণ বিলাপ প্রলাপে ;

এসব দেখিলে হয় ভয়ের উদয়,
ভ্রাতার মরণে মন শুদ্ধ শোকময়।
স্থির ভাবে ধীরি ধীরি আসি মহাকাল
ধরিল ভ্রাতারে, মোর ঘটিল জঞ্জাল।
লতিয়া পড়িল লতা প্রশান্ত মলিন
কোমলেতে ক্লান্ত হল, মিষ্টভাবে ক্ষীণ।
ফুটিয়া না বলে বিনা ক্রন্দনে কাতর,
আমার লাগিয়া তার পরাণ ফাফর,
কোমল কপোল ফুল্ল, শোভা ফুল্ল ফুল তুল্য,
তাহাতে লাবণ্য সাজে, উপহাসে যমরাজে!
হায় কতকাল একভাবে যায় বল দিন!
প্রফুল্ল প্রসূন হয় ক্রমেতে মলিন।
মনলোভা সেই শোভা ক্রমেতে ফুরায়,
কাল মেঘে কোলে যনু, বক্রতনু শক্রধনু,
বিমানে শনৈঃ শনৈঃ মিশাইয়া যায়।
নয়নে নির্ম্মল স্থির, ধীর জ্যোতি সুগভীর,
কাঁরাগার উজলিয়া চারি দিকে চায়;
মুখেতে দুখের কথা শুনা নাহিঁ যায়;

অকালে করাল কাল করিল যে গ্রাস
তাহা ভাবি একবার না ছাড়ে নিশ্বাস ;
কিছিল কিহল বলি পূর্ব্ব কথা কহে,
মম নেত্রে ছুখনীর নীরবেতে বহে।
ফুরাইল সব আশ, সর্ব্ব শেষে সর্ব্বনাশ,
দেখিয়া ডুবিনু আমি বিষাদ পাথারে ;
আশ্বাসিয়া ভাই তাই কহিল আমারে ;
"ছুখ নিশা অন্তে আছে সুখের সকাল,
দাদা ! ঘুচিবে জঞ্জাল, দাদা ! ফিরিবে কপাল,
এক ভাবে কভু নাহি যায় চিরকাল
মুখ তুলি চাহিবেন ঈশ্বর দয়াল।"
থামাইলে নাহি রহে, বহে কণ্ঠ শ্বাস,
দুর্ব্বল স্বভাব বৃথা করিছে আয়াস,—
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে করি ডাকাডাকি,
নীরবে নিচল হয়ে কাণ পেতে থাকি,
ক্রমে অল্প শ্বাস টানে, ক্রমে ক্ষীণ বোধ,
নাহি শুনি শ্বাস আর হইয়াছে রোধ,
বুঝিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমারি

ভয়েতে নীরবে আর থাকিতে কি পারি ?
পুনঃ ডাকি শুনি যেন   রব শন্ শন্,
ছিঁড়িলাম একটানে লোহার বন্ধন।
আমি দড় বড়ি যাই, ভায়ে দেখিতে না পাই,
জীবন্ত মানব আর   অন্ধকূপে নাই ;
আমি জীবন্ত কেবল, আমি জীবন্ত কেবল,
পোড়া শ্বাস বহে দেহে বিষাক্ত অনল।
পূর্ব্ব পিতৃগণ বংশ   একেবারে হয় ধ্বংশ
সেই বংশবন্ধ ছিল মম সেই ভাই,
চরমে পরম প্রিয়   ছিল ভাই তাই।
সোদর আছিল বাঁধ কালের সাগরে,
ভাঙ্গিল কপাল যাই, ভাঙ্গিল সে বাঁধ তাই,
ভগ্নবংশবাঁধ ভঙ্গ   অরাতির ভরে।
একে মাটির উপর,   আরে মাটির ভিতর,
রহে দুই সহোদর—ছিল দুই সহোদর—
না ছাড়ে নিশ্বাস,   নাহি নড়ে অতঃপর ;
আপনি হিমাঙ্গ আমি   শোকেতে বিহ্বল,
তুলিয়া লইনু তারে   নিশ্চল বিকল ;

নড়িতে চড়িতে আমি নাহি পারি আর,
'এখনো বাঁচিয়া আছি' বোধ মাত্র সার;
'আমি বেঁচে আছি কিন্তু যারে ভাল বাসি
সে জন না কবে কথা পুন ফিরে আসি',
মনে হলে এই কথা,—সংসার অসার—
আপনি আপন প্রাণ দেয় যে ধিক্কার;
আমি জানিনা কারণ, কেন মরিনে তখন,
সংসারের সুখে আর নাহি ছিল আশ,
তবে পরকাল ভয়ে নিজে নিবারিত হয়ে
আপনি আপন গলে দিই নাই ফাঁশ।

কি ঘটিল, কি হইল, সেখানে তখন
না বুঝিনু সেই কালে, নাহিক স্মরণ,
দরশ পরশ হারা হইনু হঠাৎ,
নাহি দেখি আলো, অঙ্গে নাহি লাগে বাত,
নাহি দেখি আলো, নাহি দেখি অন্ধকার,
চিন্তা হীন, জ্ঞান হীন, কিছু নাহি আর,
পাহাড় মাঝারে আমি নিজেতে পাহাড়,

অন্তরে অন্তর নাহি, অঙ্গে নাহি সাড়,
কুয়াসার মাঝে যেন স্থির স্থাণু প্রায়,
অন্ধকারে অন্ধকার, সব শূন্য কায়,
দিবস রজনী বোধ কিছু আর নাই,
আঁখিশূলজালসম কারাবাসী অল্পতম
তাহাও নয়নে আর দেখিতে নাপাই,
অভাবে গ্রাসিল আসি সমুদায় স্থান,
স্থান শূন্য নিশ্চলতা মাঝে বিদ্যমান,
বাস্তু বায়ু বহ্নি বারি কালাকাল শূন্য,
বোধ নাই, গতি নাই, নাহি পাপ পুণ্য,
আবির্ভাব তুষ্ণীম্ভাব, নির্ব্বাত নিশ্বাস,
জীবন মরণ ছাড়া, নিস্পন্দ বাতাস,
স্রোত গতি বিরহিত, আলস্য অতল,
অন্তহীন, অন্ধময়, নীরব, নিশ্চল।

মোহ আঁধিয়ারে আলো, হল জ্ঞানলে
বিহঙ্গ কাকলি কাণে করিল প্রবেশ,
কভু থামে কভু শুনি মোহনিয়া স্বর,

কখন শুনিনে আহা! এমন মধুর,
মধুর সুধার ধারে বধির করিল,
আঁখি পথে সেই ধারা বহিতে লাগিল,
সে নয়নে নিজ ভাব বুঝিতে নারিনু,
দুর্ভাগ্যের সঙ্গী আমি, আপনা ভুলিনু।
ইন্দ্রিয় দুয়ার পথে, জ্ঞান আসি মনোরথে
পূর্ব্বের স্বভাব মত লাগিল চলিতে,
নীচে কারাতল হেরি, প্রাচীর বেড়িল ঘেরি,
পূর্ব্বমত চারি দিকে পাইনু দেখিতে,
সেই রূপ মন্দ আলো হেরিনু প্রাচীরে,
সেই রূপ কারা অঙ্গে ধীরে ধীরে ফিরে;
যেপথে আসিছে আলো, সেইপথে সাজে ভালো
কার পোষা প্রিয় পাখী সুশ্যাম সুধীর,
—শাখীতে দেখিনে পাখী তেমন সুস্থির;
নয়ন মোহন পাখী, নীল পাখা তার,
স্বরেতে সহস্র রস, সুধার সুধার,
আমারে লক্ষিয়া পক্ষী—করে বুঝিগান
নহিলে আমার হিয়া বহিল উজান?

তার মত রূপ যুত দেখিনে কখন,
আর যে দেখিব কভু নাহি লয় মন;
আমার মতন বুঝি হারায়েছে সঙ্গ,
অভাগা মতন কিন্তু নহে মনোভঙ্গ;
অখিল সংসার বাসে, ভাল বলি ভালবাসে,
এমন জনেক মম নাহি ছিল আর,
মম সংসার অসার, মম আলোক আঁধার।
যবে সব বিষময়, পাখী এহেন সময়,
কারার প্রাচীরে বসি, অনুরাগ রসে রসি,
"ভাল বাসি" "ভাল বাসি" করিল কাকলি,
বেদ বোধ বিবেচনা জাগিল সকলি।
জানি না কোথার পাখী কিভাবে রহিত,
বনেতে বিহঙ্গ বুঝি সঙ্গীত করিত,
কিম্বা পোষা পাখী বুঝি ছিল কার ঘরে,
আপন পিঞ্জর ভাঙ্গি, আমার পিঞ্জরে;
বন্দীর বেদনা যত অভাগা তা জানে,
ওরে পাখী তোরে বন্দী করি কোন প্রাণে?
জাঁনিনা হয়ত সেই পক্ষ পত্রধরে,

আসিল অমরা বাসী ছলিবার তরে;
এক বার ভাবি মনে, বুঝি বা আমার সনে,
(দেবতা করুন যেন, কভু নাহি হয় হেন)
এক বার ভাবি মনে, বুঝি বা আমার সনে'
দেখা লাগি ভাই মম পাখী হয়ে এলো,
হরিষে বিষাদে তাই মন ভরে গেলো।
উড়িয়া যাইল পাখী, কত ক্ষণ রয়?
মনে হইল চেতন, আমি বুঝিনু তখন,
বনের বিহঙ্গ সেই, স্বরবাসী নয়।
ভাই যদি পাখী রূপ ধরে কভু আসিত,
পাখী কি একাকী রেখে পুন আর যাইত?
একাকী নির্জনে আর নাহিক সহায়,
কবরের মাঝে যেন শব দেহ প্রায়,
কে দেখিতে চায়? তাহা কে দেখিতে চায়?
নির্ম্মল গগনে শোভে ভানুর কিরণ,
তার মাঝে থাকে যদি এক খণ্ড ঘন,
নয়ন কণ্টক সম বোধ হয় তায়,
কে দেখিতে চায়? তাহা কে দেখিতে চায়?

সুনীল আকাশে, আর সুমন্দ বাতাসে,
পৃথ্বীতে প্রকৃতি সতী মৃদু মৃদু হাসে,
তাহাতে থাকিলে মেঘ ভ্রুকুটির প্রায়,
নয়নকণ্টকসম বোধ হয় তায়,
কে দেখিতে চায়? তাহা কে দেখিতে চায়?

গেল কিছু কাল ক্রমে ফিরিল কপাল,
কারার রক্ষক বর্গ হইল দয়াল,
দীনের দুর্গতি দেখা যাদের অভ্যাস,
তাদের হৃদয়ে হল দয়ার প্রকাশ;
করিল বন্ধন মুক্ত শৃঙ্খল কাটিয়া,
ভাঙ্গা বেড়ী ক্ষত পদে রহিল লাগিয়া,
তথাপি স্বাধীন বটে বেড়াতেত পাই,
এদিক ওদিক করে চারি দিকে চাই,
কভু উঠি, কভু বসি, কভু যাই চলে,
পদে পদে পরিমাণ করি কারাতলে,
একে একে সপ্ত স্তম্ভ ঘুরিয়া বেড়াই,
যেখানে ছিলাম সেথা আসিয়া দাঁড়াই,

নাহি চলি সব ঠাঁই, অতি সাবধানে যাই,
পাছে হঠাৎ মাড়াই,
আঢাকা পড়িয়া আছে অভাগার ভাই;
মনে হইত যখন, মনে হইত যখন,
বুঝি বিনা সাবধানে, আমি গিয়াছি সেখানে,
দলিয়াছি ভায়েদের ধূলি আবরণ,
ঘন বহিত নিশ্বাস, মনে হইত সন্ত্রাস,
অন্তর্ব্বেদ অন্তরেতে হইত সঞ্চার,
মর্ম্মে নিষ্পীড়িত হয়ে, আপনি ধিক্কার লয়ে,
শোকপূর্ণ, সব শূন্য, দেখিত আঁধার।

প্রাচীরে করিনু গর্ত্ত রাখিতে চরণ
পলাবার জন্য কিন্তু নাছিল যতন,
ইহকালে ভাল যারা বাসিত আমারে,
একে একে তারা সব গেছে যম দ্বারে,
কেন পলাইব? কিবা আছে অতঃপর?
সমস্ত সংসার এবে প্রশস্ত কবর।
পিতা নাই, পুত্র নাই, নাহি আছে ভাই,

দুখে দুখী সুখে সুখী কেহ মম নাই,
এই ভাবিতে ভাবিতে, হর্ষ উপজিল চিতে,
সেই ঘোর ভাবনায়, সেই বিষম চিন্তায়,
সুখ দুঃখ সম বোধ পাগলের প্রায়।
বড়ই বাসনা হল প্রাচীরে উঠিয়া,
দেখিব গরাদে দিয়া, গবাক্ষে বসিয়া,
তুঙ্গ শৃঙ্গে জল ভঙ্গ রঙ্গে নিরখিব,
নয়ন ভরিয়া তাহে আনন্দ ভখিব।

দেখিলাম সব আছে দাঁড়ায়ে তেমনি,
মম সম রুগ্ন ভগ্ন তাহারা হয়নি,
সহস্র বরষ আয়ু বরফ মাথায়
প্রশস্ত সুদীর্ঘ হ্রদ, তলে শোভাপায়,
স্রোত রঙ্গে নীল রঙ্গে রণনদী যায়,
রণধ্বনি কলধ্বনি শুনি স্তব্ধ প্রায়;
শিখরী সঙ্কটদিয়া, জঙ্গলাদি ভাসাইয়া,
তরঙ্গেরে নাচাইয়া, অতি বেগে ধায়।

দূরেতে দেখিনু পুরী, তার ধবল প্রাচীর,
কত তরি শোভাকরে, শুভ্রতর পালিভরে,
তীরে যায় তর তরে,
শিশু যেন কুন্দি করে, কোলে জননীর।
হাসিতেছে ক্ষুদ্রদ্বীপ সম্মুখে আমার,
এক মাত্র দেখি তত্র নাহি দেখি আর,
সুন্দর শ্যামল দ্বীপ ক্ষুদ্র অবয়বে,
কারাতল হতে বুঝি বড় নাহি হবে,
প্রলম্ব পাদপত্রয় বক্ষে বিরাজিত,
পার্ব্বতি পবন ভরে মন্দ আন্দোলিত,
শ্যাম অঙ্গে শ্বেত ধারা চলে কলরবে,
সাজোফুল সাজিয়াছে বিরলে নীরবে,
বিচিত্র বরণে আর সুমন্দ সৌরভে।
প্রাচীর পার্শ্বেতে মীন করে সন্তরণ,
সকলে উল্লাসে ভাসে করে উল্লম্ফন,
আকাশে শকুনি উড়ে, রব সাঁই সাঁই ;
তত বেগে পাখী উড়ে কভু দেখি নাই,
মনে হয় পাখী বুঝি গেল পলাইয়া,

কিভাবে বহিল বারি ভাসাইয়া হিয়া,
উপজিল শোক মনে ভাবিনু তখন,
কেন বা শিকল কাটি করিল মোচন,
শোক উপজিল, অভাগা নামিল,
কারাগার অন্ধকার,
গুরুভার সম হয়ে, মাথায় চাপিল;
বান্ধবে বাঁচাতে যারে করয়ে যতন,
অকালে করিলে সেই কবরে শয়ন,
মাটি দিয়া করে যবে দেহ আচ্ছাদন,
সকলে আঁধার দেখে, না মিলে নয়ন,
বহুকাল পরে আলো করি দরশন,
আলোকে পাইনু বড় পলকে বেদন,
হল আমার তেমন, হল আমার তেমন,
সুষুপ্তি সেবন বিনা নহে নিবারণ।

কতদিন কত মাস কত বর্ষ হায়!
না মরা না জিয়া ভাবে কতকাল যায়,
না করি গণনা মনে, না করি ভাবনা,

পুন আঁখি পসারিতে, আঁখি মল বিদূরিতে,
নাহি ছিল আশা মম না ছিল বাসনা।
শেষেতে কয়েক জন দেখি কারাগারে,
আসিয়াছে অভাগারে মুক্ত করিবারে ;
"কেন খোল ? কোথা যাব ?" না জিজ্ঞাসি আর,
সময়ে সহজ বোধ হইয়াছে ভার,
ফুরায়েছে আশা বাসা, বিরাগেতে ভালবাসা,
থাক্ আর যাক্ বেড়ী সমান আমার।
তাই তাহারা যখন, তাই তাহারা যখন,
ভাঙ্গিল শৃঙ্খল আর ছিঁড়িল বন্ধন,
মনে হইল আমার, মনে হইল আমার,
আমারে উদ্বাস্তু বুঝি করিছে আবার।
অতি ভয়াল গম্ভীর, সেই কারার প্রাচীর,
আমার সর্ব্বস্ব সেই,—দীনের কুটীর।
সেথা হতে কোথা গিয়া আবরিব শির ?
সহবাসি ঊর্ণনাভে সদা দেখা পাই,
ঊর্ণনাভে পূর্ণভাব হয়েছিল তাই,
বিরলে বাগুরা সেই, বিস্তার করিত যেই,

এক মনে দেখিতাম নীরবে সদাই;
ইন্দুর কিরণ কণা পতনে যখন,
দেখিয়াছি ইন্দুরেরে করিতে কুন্দন,
তাদের মতন কেন সুখ না ভুঞ্জিব ?
সেথা হতে কোথা গিয়া শির আবরিব ?
সম আশা সম দশা সম বাসঘর,
আমি কিন্তু একেশ্বর সবার উপর,
মারিলে মারিতে পারি, অসীম প্রভাব,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ আমার স্বভাব,
মারিনাই, ধরিনাই, নাহি ভাবি হীন,
শান্তভাবে বন্ধুমত কাটায়েছে দিন।
সময়ে অভ্যাস বসে সহজ সকল,
অতি প্রিয় হয়ে ছিল, পায়ের শিকল,
তাই তাহারা যখন, তাই তাহারা যখন,
ভাঙ্গিল শৃঙ্খল আর ছিঁড়িল বন্ধন,
মনে হল বুঝি পুন করে সর্ব্বনাশ,
লভিলাম স্বাধীনতা কিন্তু ছাড়িনু নিশ্বাস।

ভারতবর্ষ

শ্মশানে শায়িত দেখ সদ্যঃ মরা দেহ,
প্রাণপাখী পলায়েছে, আছে শূন্য গেহ,
বিপদ বিরাম যাতে যাতনার শেষ,
সেইকাল কলেবরে করেছে প্রবেশ,
করাল কবল কিন্তু পারেনি এখন
সুন্দর শরীর শোভা করিতে হরণ;
দেখিয়াছ—দেহে কিবা দিব্য শোভা সাজে,
—শান্তির উজ্জ্বল কান্তি মুখচন্দ্র মাঝে ;
—শক্তশির, রক্তহীন, তাহাতে বিকল ,
তথাপি কপোল ভাব কেমন কোমল ;
দেখিলে এরূপ রূপ মনে এই লয়,
জীবিত মানুষ ইহা শব দেহ নয়;
ক্ষণে ক্ষণে বলে উঠে হৃদয় কাতর
নৃশংস শমন তোর বৃথা আড়ম্বর।

মিছা মায়ামোহ হায়! কতকক্ষণ রয়
মুদিত নয়ন দেয় শোক পরিচয়,
আলোকপলকহীন এবে সে লোচন,
কোণেতে কটাক্ষ নাই, না করে ক্রন্দন,
ভুরূভঙ্গি ভাঙ্গিয়াছে ভীষণ শমন,
নিভায়েছে নয়নাগ্নি,—শীতল এখন,
নিষ্ঠুর নয়ন ভাব ভাবিয়া কেবল
দুঃখিত দর্শক হয় হৃদয়ে বিহ্বল,
দেখিবারে যেই দশা মন নাহি চায়,
নিস্তেজঃ নয়ন তাই মনেতে জাগায়।
মরণে মানব দেহ দৃশ্য চমৎকার
সুন্দর, কোমল, কিবা শান্তির আধার,
সেই ভাব ভারতের এবে বিদ্যমান,
শ্মশানে শয়ানা সতী, হৃদয়ে সন্তান,
ভারত বিখ্যাত বলি, বটে অহঙ্কার,
জীবন্ত ভারত মাতা নহে কিন্তু আর!!

শীতল সুন্দর শোভা ভরা মিষ্টরস,
মরণেও রমণীয় ভারত বরষ;
দরশনে শোকসহ উথলে অন্তর,
প্রাণবায়ু নাই তার কিসের সুন্দর?
নিশ্বাসে গিয়াছে প্রাণ আভা যায় নাই,
শব দেহ শোভা সব হেরিতে না চাই;
ফুল্ল ফুল তুল্য শোভা অথচ ভীষণ,
শ্মশান সাজন্ত, কিন্তু নাহি চায় মন;
অস্তমিত প্রাণসূর্য্য, তাহার কিরণে
দেহ ঘন সুরঞ্জিত লোহিত বরণে,
স্বর্ণছটা চারিদিকে নাচিয়া বেড়ায়,
দেহ পাশে মন যেন মাগিছে বিদায়;
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য এই আলোক আধার,
অমল অনল আভা অদ্যাপি ইহার
উজ্জ্বলিয়া রাখে বটে এই রম্য স্থান,
না পারে জাগাতে কিন্তু করি তেজোদান।

সিন্ধুহতে ব্রহ্মপুত্র হিন্দুস্থান ভূমি !
অবিস্মৃত অগণিত বীর প্রসূ তুমি !
স্বাধীনতাবেদী ছিলে সুখপীঠ স্থান,
গৌরব কবর এবে, অসুখ আধান ;
আর্য্য লোক বাস বলি আর্য্যাবর্ত্তনাম,
তব গরিমার বুঝি এই পরিণাম !
ওহে স্বাধীনতা পুত্র, এবে পরাধীন !
(দেহেতে দুর্ব্বল অতি মানস মলিন,)
পথশ্রান্ত ওহে পান্থ, সুধাই তোমায়,
শিখরী শেখরে অই কিবা দেখা যায় ?
রাজপুত রাজধানী চিতোর নগর ?
পদ্মিনী সতীত্ব পদ্ম প্রকাশের সর ?
অই কি উদয়পুর রাণা রাজধানী ?
যোধপুর যোধপুর বেষ্টিত বনানি ?
জয়সিংহ জয়চিহ্ন জয়পুর অই ?
সঙ্কলিত সমভাবে, স্বাধীনতা কই ?

স্থবিখ্যাত রাজবারা মানবমণ্ডল,
—ভারত হৃদয় ক্ষেত্র—রণ রঙ্গ স্থল,
উঠ উঠ রাজপুত্র! নিশা অবসান,
মাতার কোলেতে বসি কর স্তন পান,
পিতৃগণ চিতা হতে ক্ষার লহ গিয়া,
দুর্ব্বলতা দূর কর দেহেতে মাখিয়া,
সেই ভস্ম ঢাকা আছে পূত ধনঞ্জয়,
তাপে পাবে তেজোবল জাগিবে হৃদয়।
রুষিয়া রুষিয়া আসে আসিয়ার মাঝে,
লুণ খেয়ে গুণ মান রাখহ ইংরাজে;
বিষম আক্রম হতে করিবারে ত্রাণ,
সাধিবারে স্বাধীনতা যদি যায় প্রাণ,
ছুটিবে চৌদিকে তব যশঃ পরিমল;
প্রাচীন ক্ষত্রিয় নাম হইবে উজ্জ্বল;
বাড়িবে তোমার গুণে পিতৃ পুণ্যবল;
কম্পিবে তোমার নামে দুর্দ্দান্ত সকল;
সন্তান পাইবে নাম অমূল্য রতন,
যশো আশা করি তাহা করিবে স্মরণ;

শমন সদন যাত্রা করিবে স্বীকার,
কলঙ্ক নাদিবে তবু সে নামে তোমার;
আহবে আহত পিতা তাহার বচন
পারে কি সন্তান কভু করিতে লঙ্ঘন?
স্বাধীনতা সাধনক সংগ্রাম সাগর,
সত্য বটে সেতু নাই, নিস্তরি, দুস্তর,
বার বার হতে পারে তাহাতে মগন,
সাহসে করিয়া ভর কর সন্তরণ,
পর পারে পাবে পুরী অতি সুখকর,
সুন্দর বন্দর নাম "বিজয় নগর"।

ভারত তোমার কীর্ত্তি হয় নাহি লয়,
অনাদি অনন্ত কাল দেয় পরিচয়;
অঙ্গার বরণ অঙ্গ মিসর ভূপতি
(কেবা জানে নাম তার? কোথায় বসতি?)
করেছে নির্ম্মাণ কীর্ত্তি করিতে অক্ষয়
পরবত পরিমিত পিরামিড চয়;
ভারতভূমির কীর্ত্তি সর্ব্বভুক কাল
করিয়াছে গ্রাস মিলি কবল করাল;

তবু আছে বীরগণ বিক্রমের স্থল,
প্রকৃতির পিরামিড পর্ব্বত সকল;
দেখায়ে দুর্গম দুর্গ বিদেশী বান্ধবে
ভারতে ভারতী বলে শোক পূর্ণ রবে,—
"চমকে চাহিছ বাছা চারি দিকে হের
মরণ স্মরণ চিহ্ন অমর নরের।"

স্বাধীনতা স্বর্ণকণ্ঠী কাড়িয়া যখন
যবন পরালে পায়ে নিগড় বন্ধন,
দূরে গেল খ্যাতি মান পড়িল প্রমাদ;
লিখিতে লেখনী রোয়, বর্ণিতে বিষাদ।
না পারে মানস বল নাশিতে যবন,
আপন করম ফলে হারালে সে ধন;
নিজ নীচাশয় দোষে হইল পতন,
শোষক শাসক তাই করিছে দলন।

হে ভারত! পান্থ করি বক্ষে বিচরণ
কি পায় দেখিতে বল গৌরব লক্ষণ?

পুরাণ কাহিনী মত সুন্দর আখ্যান,
কোন কবি পারে বল করিতে ব্যাখ্যান?
বাল্মীকির বীণা, আর বালকের স্বর,
না মোহে, না দহে, আর শ্রীরাম অন্তর!
রামরাজ্যে রামচন্দ্র না দেখিতে পাই!
তপোবনে সে বাল্মীকি আর এবে নাই!
সে বীণা নীরব এবে না করে ঝঙ্কার!
অযোধ্যায় যোদ্ধা নাই, বীরের হুঙ্কার!
ভাস্কর আচার্য্য নাই, নাহি সে শঙ্কর,
শঙ্করকিঙ্কর সবে ভারত ভিতর!
নাহি করে চন্দ্রগুপ্ত ভারত উদ্ধার,
নাহি লেখে মাতৃগুপ্ত "শকুন্তলা" আর;
ভোজ, পুরু, শিলাদিত্য-শ্রীহর্ষবর্দ্ধন,
শূন্য করি চলিগেছে রাজ সিংহাসন;
শূন্য বন, সিংহাসন, পুড়েছে কপাল,
শূন্য কোষ ঝুলিতেছে, নাহি করবাল;
ভূলোকে আলোক নাই, ঘোর অন্ধকার,
ভারতে ভারত নাই, কিছু নাই আর!!

দেশ উপযোগী ছিল সন্তান সকল,
এবে সেই সন্তানের কিবা আছে বল ?
আছিল ব্রাহ্মণ জাতি তেজঃ পুঞ্জ দেহ,
ফলাহার, জলপান, গিরি গুহা গেহ;
হৃদে ধরি ব্রহ্মতেজ, করে ধরি অসি,
করিয়াছে ক্ষত্র কুল কীর্ত্তি মহীয়সী;
(এবে) হ্রাস পেয়ে দাস ভাবে কাটে বারমাস,
দাস ত মাথার মণি দাস-অনুদাস !
সূতিকা ত্যজিয়া ক্রমে শ্মশানে চিতায়
কৃমি মত চিরদিন কিলি বিলি যায়;
হিতাহিত বোধ শূন্য বিবেক বিহীন,
পাপেতে বিশেষ পটু মনেতে মলিন;
মানব গৌরব লোপী, মোহ মূর্ত্তিমান,
রিপু বশীভূত হিন্দু পশুর সমান;
বন্য বন মানুষের গুণ হৃদে নাই,
স্বাধীন, সাহসী নর দেখিতে না পাই;
পৃথিবীর জাতি মাঝে সুমহত খ্যাতি,
শৌর্য্য বীর্য্য বলহীন অতি ভীরু জাতি;

চাতুরি মাধুরি দেখ   সর্ব্বত্র প্রচার,
সুচতুর হিন্দু জাতি   সুনাম ইহার !

স্বাধীনতা দেবতার   গম্ভীর বচন
পারেনা নিদ্রিত চিত জাগাতে এখন;
ভাঙ্গিয়াছে ঘাড় বোঝা   বয়ে অবিরত,
কেবা আর পারে বল করিতে উন্নত ?
বিষ হীন আশীবিষ   এবে যে এখন,
ফণা তুলে পুনঃ আর করে কি গর্জ্জন ?
বৃথায় বিলাপ মোর অরণ্যে রোদন,
শোকের সাগর আর   কি কাজ মন্থন ?
পাঠক পুঞ্জের-প্রতি   শেষ নিবেদন,
প্রলাপ বচন বলি   না কর হেলন,
শুনিলে এসব কথা   শোক যদি হয়,
লিখিতে কেঁদেছে কিনা লেখক হৃদয় ?

সাগর।
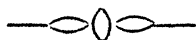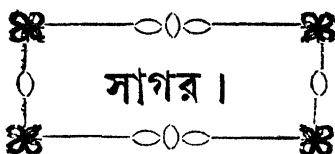
স্থনীল গভীর সিন্ধো   কল্লোলিয়া চল,
লক্ষ পোত বক্ষে তব   বৃথা ভাসি যায়!
ধরাধাম ধ্বংশ করে   মানবের বল,
নর গরিমার সীমা   সাগর বেলায়;
না থাকে আঁচড় কভু   তব নীল কায়;
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে;   মানব যখন
সহসা সাগর গর্ভে   বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে,   কেবল তখন
সে দেহ বহন করে?   কে করে দহন?
কে বা হরিবোল বলে?   কে করে ক্রন্দন?

না চলে চরণ তার   তব পথোপরি,
তব জল তল বল   কে করে হরণ?

ধরাধ্বংশী নরবলে উপহাস করি,
তুলিয়া তরঙ্গ তুঙ্গ করি আস্ফালন,
ঊর্দ্ধ করি তুলি তারে গগন প্রাঙ্গণ,
দূর করে দেহ তারে করিয়া আঘাত,
ডাকিতে, কাঁপিতে থাকে, করয়ে রোদন,
তবু আশা নাহি ছাড়ে, তুলি দুই হাত
ঈশ্বর নিকট যাচে আশ্রয় নির্ব্বাত,
পুনঃ উত্থা, পুনঃ ধাক্কা,—পপাত—নিপাত।

যেই যুদ্ধ তরিব্রজ বজ্রসম দম্ভে
প্রস্তর গঠিত পুরী পাড়ে কাঁপাইয়া,
সিংহাসনে রাজা টলে, প্রজাপুঞ্জ কম্পে,
কাটিয়া বিশাল শাল জাহাজ গঠিয়া,
গর্ব্বে নাম ধরে নর তাহাতে চড়িয়া,
"সংগ্রাম শাসক" কিম্বা "সাগর ঈশ্বর,"
তুমি লীলা খেলা কর সে সব পাইয়া;
বিম্ব মত নাশ করে তরঙ্গ নিকর;

—যেই তরঙ্গের ভঙ্গে নগর, প্রান্তর,
গ্রাম, গোষ্ঠ, গিরি, গুহা, যায় যম ঘর।—

ইরাণ, তুরাণ, রোম, ভারত, আরব,
তব তীরে কত রাজ্য, কোথায় এখন?
স্বাধীন আছিল যবে মহা রাজ্য সব,
তখনো যেমন ছিলে এখনো তেমন;
বনবাসী, কি বিদেশী, কিম্বা ক্রীত জন,
এবে দেখ তব তটে সবে নরপাল,
রাজার ভবন এবে বিজন কানন;
তোমারি বিকার শুদ্ধ তরঙ্গ বিশাল;
বলিত না করে কাল তব নীল ভাল,
আদ্যাবধি এক ভাবে চল চির কাল।

আকুলিত বক্ষঃ যবে প্রবল পবনে,
প্রশান্ত হৃদয় কিম্বা মন্দ বায়ু বলে,
ঈশ্বর প্রতিমা শোভে প্রজ্বল দর্পণে;
তুষার মণ্ডিত মেরু, কিম্বা উষ্ণ স্থলে,

অদৃশ্যের সিংহাসন তব নীল জলে ;
অসীম, অনন্ত, তুমি ! বিশাল হৃদয় ;
তোমারি পল্বল হাত গঠিত সকলে
তিমি, তিমিঙ্গিল আদি জল জন্তু চয় ;
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে তব জয় জয় !!
একাকী, অতল স্পর্শ, বিভরিত-ভয়।

ভালবাসি ওহে সিন্ধো ! তোমার তরঙ্গে,
তব ক্রোড়ে বাল্য খেলা করিয়াছি কত !
উত্তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গে নাচিতাম রঙ্গে,
ভাসিতাম তব জলে জল বিম্ব মত,
আজীবন সন্তরণ মম মনোগত ;
তোমার তরঙ্গ তুঙ্গ আনন্দ আধান ;
ভয়াবহ তবাবহ হইলে আহত,
ভাসিত আনন্দে মাত্র তোমার সন্তান ;
বিনা ভয়ে দূরে গিয়ে পাইয়াছি ত্রাণ,
ধরিলাম জটা তব—সঁপিলাম প্রাণ।

নারী।

প্রণয় পবিত্র পাশ, তাহে পরিণয় ফাঁশ,
দম্পাতির বাড়ে অনুরাগ;
সতত সানন্দ মনে, যেন গৃহ পূর্ণ ধনে,
এক যোগে করে জপঃযাগ।
গুণে মনে অনুপমা বিশ্বাসী বান্ধব সমা
পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ নারী;
ধন, ধর্ম্ম, ভোগ সুখ, সব হেরে সেইমুখ,
স্বর সুখ সহবাস তারি।
নারী নর-সধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা প্রদায়িনী,
গৃহকর্ম্মে নিপুণা গৃহিণী;
প্রাণ হতে অানুরক্তি, প্রভু ভাবি করে ভক্তি,
হৃষ্ট মনে আজ্ঞানুপালিনী;
অমিয় কোমল কথা হরে হিয়েমনো ব্যথা,
জননীর সমা স্নেহবতী;
ধর্ম্ম কর্ম্ম-সুসাধনে, কিম্বা দেব আরাধনে,
পিতা সম শিক্ষা দেয় সতী।

জীবন কণ্টক বন, কষ্ট তাহে পর্য্যটন,
পরম আনন্দ কিন্তু তায়,
শোক শান্তি প্রদায়িণী, সুসহায় সুসঙ্গিনী,
নারী রূপে ধরা দেবী যদি বামে যায়।

একদিন—

দুখেতে ভরিল বুক, শোকেতে অন্তর,
নয়নে দেখিনু কত দৃশ্য মনোহর ;
শীতমূর্ত্তি শীত কাল, আবৃত নীহার জাল,
যেন কালান্তক কাল, আসিল আপনি,—
কালে দেখি শীত অন্ত, ভ্রমিছে নব বসন্ত,
মিলিয়া কুসুমদন্ত, হাসিছে ধরণী,
শীত গ্রীষ্ম গেছে মম অনর্থ চিন্তায়,
এখন কাঁদিয়া আর কিবা ফল হায় !!

স্বপন সমান সব—কখন কি ঘটে !
পুনরায় দেখা দিল কল্পনার পটে,

নিশানাথ নিশাসনে, হাসিতেছে হৃষ্ট মনে,
খেলিছে যেন গগনে, সুধার লহরী,
ক্ষণে দেখি জলধর, ঢাকিয়াছে শশধর,
অন্ধকারে চরাচর, ডুবিয়াছে মরি !
দুখেতে ভরিল বুক, শোকেতে অন্তর,
নয়নে দেখিনু পুন দৃশ্য মনোহর,

অনন্ত সংসার মাঝে জীবন কানন,
কষ্টের কণ্টক তাহে, সুখের সুমন,
আজি ধনধান্যময়, বেষ্টিত বান্ধবচয়,
সুখময় সমুদয়, প্রফুল্ল অন্তর,
কালি আর কিছু নাই, বন্ধু জন ঠাই ঠাই,
মাগিলে না ভিক্ষা পাই, ক্ষুধায় কাতর ;
অনুতাপে পরিপূর্ণ হল মম মন,
মিছা কাজে করিয়াছি সময় যাপন।

এত কাল পরে আর ভাবিলে কি হয় ?
আলস্যে গিয়াছে মম সোণার সময় ;

কালের কৌশলে হয়, সৃজন পালন লয়,
কাল ত অলস নয়, আমিই অলস,
প্রথমে অঙ্কুর হল, গাছেতে পল্লব দল,
ক্রমেতে ধরিল ফল, কালেতে সুরস;
এই কাল করিয়াছি শুদ্ধ ছেলে খেলা;
না বুঝিয়া নিজ কাজ করিয়াছি হেলা!

অনুতাপ করি আর কিবা প্রয়োজন?
পাইব পরম ধন করিলে যতন;
ঋতু পিছে ঋতু ধায়, দিন আসে রাত যায়,
এইরূপ সমুদায় ঘুরে অবিরাম,
চিরদিন এক ভাবে, কভু তা নাহি যাবে,
কিছুদিন পরে পাবে সুখময় ধাম;
এতকাল কাটায়েছি বিষয় চিন্তায়,
জীবন যাপন এবে ধর্ম্মের সেবায়।

হাসি কান্না।

(বর্ষায়)

মলিন ভুবন কেন বিষাদে বিকল ?
ধরাধর বরষিছে কেন আঁখি জল ?
কাছে গঙ্গা ভরাজলে, কিনারায় টলটলে,
প্রবল পবন বলে কেন করে কল কল ?
কূলেতে কদম্ব গাছে বিহঙ্গ বসিয়া আছে,
নাহি গায় নাহি নাচে, কেন ভয়েতে বিহ্বল ?
পর পারে দৃষ্টি হয়, সব অন্ধকার ময়,
সহে বৃষ্টি তরুচয়, নীরবে নিচল !
এই যে চাহিল রবি, ধরাধরে নব ছবি,
পুলকে বলিছে কবি বলিহারি কল !
কাঁদে বিশ্ব কাঁদি আমি, হাসিনু হাসালে তুমি,
হাসিকান্না পূর্ণভূমি, তোমারি কৌশল !

(শীত ঋতু রাতি শেষে)

মনোহর রাতি কাল শরদের অন্তে,
নীরব ভুবন পূর্ণ অপূর্ব্ব হেমন্তে ;

নির্ম্মল অম্বরে নাই কুয়াসার ছটা,
কলঙ্ক কালিমা নাই, নাহি ঘন ঘটা ;
পূর্ণিমা গরিমা গর্ব্বে পূর্ণ শশধর
সুনীল অম্বরগর্ভে চলে গর গর ;
সর্ব্বংসহা দেবী দেখি মত্ত নিশানাথে,
ধীরভাবে করপাত সহিতেছে মাথে,
স্পন্দহীনা বসুন্ধরা, না করে হুতাশ,
নাহি নাড়ে অঙ্গ, দেবী না ছাড়ে নিশ্বাস,
অভিমানে ধরণার আঁখি ছল ছল,
নীরবে বিরল বিন্দু ঝরে আঁখি জল ;
হিন্তাল, তমাল, তাল, বনরাজিগণ,
মাতার কোলেতে বসি করিছে রোদন ;
কাছেতে কোলের কন্যা গঙ্গা ভয় পায়,
কল কল নাহি করে কোলে কোলে যায় ;
উপরে তারকাগণ নীরবে বিচারে,
মলিন মহীর দুখে বলিতে না পারে,
সকলি বিমর্ষ যেন অথচ সুছন্দ,
শীতঋতু রাত্রিশেষে বিষাদে আনন্দ।

মৃত্যু।

শমন কখন আসে, কখন যে ধরে,
কোথায় ধরিবে কবে,—কেহ তা জানে না।
এই দেখ বরকন্যা, নববিবাহিত,
কার্ত্তিকপুরুষ আর, সোণার প্রতিমা,
বাপ মার আদরের, যতনের ধন;
শ্বশুর শাশুড়ী সুখী হেরে নববধূ;
কতই উৎসব গৃহে কতই আনন্দ,
কে জানে কপাল কথা? সকলেই অন্ধ
এই দেখ বরকন্যা ফুলশয্যাগৃহে
শোয়ায়ে পালঙ্কে, গন্ধ-কুসুমআস্তরে
আনন্দে রমণীবৃন্দ হুলুধ্বনি করি
চলিলেন ভিন্ন গৃহে; সুষুপ্ত দম্পতি।
প্রভাতে ক্রন্দনরবে আবরিছে বিশ্ব,
শমনের সর্পাঘাতে মরিয়াছে ছেলে।
ফুলশয্যাগৃহ হতে বিধবা কন্যারে
ধরাধরি করি সবে করিল বাহির;
এখন ঘুমের ঘোর রহিয়াছে চক্ষে।

নবপতিসনে রাত্রিজাগরণে—
প্রভাতে ঘুমায়ে ছিল,
গৃহ মধ্যে গোল, রোদনের রোল,
কাল ঘুম ভেঙ্গে গেল,
নীলবর্ণ মরাপতি পাশেতে দেখিল;
"কি হলো গো" বলে বালা মূর্চ্ছিতা হইল—;
ধরাধরি করি সবে বাহির করিল।
কালিকার ঘটা কই? কই সে আনন্দ?
কে জানে কপাল কথা? সকলেই অন্ধ।

২

কত যে যন্ত্রণা সহে গর্ভিণী রমণী,
—উদরে সুখদ ভার—শরীর অবশ,
—খেয়ে বসে সুখ নাই—অন্নে নাহি রুচি,
—ভূমেতে অঞ্চল পাতি দেয় গড়াগড়ি,
এত যে যাতনা সহে কিসের লাগিয়া?
আশা তার কাণে কাণে দিয়াছে কি বলে,
ভুলিয়াছে সব দুখ গর্ভিণী কামিনী;
সন্তান করিয়া কোলে নাচাইবে তারে,

চাঁদ মুখে মা বলিবে আধ আধ রবে,
শুনিবে যখন আহা! কবে সেই দিন
হবে, জুড়াবে জীবন পুত্রবতী নারী?
দশ মাস দশ দিন। আসিল সময়,
অচিরাৎ পূর্ণ তার হইবে কামনা।
গর্ভযন্ত্রণায় নারী অস্থির জীবন,
চারি দিক ভ্রমে আর করে ছট্‌ফট্‌,
নাহি পারে তিষ্ঠিবারে এক স্থানে আর,
বিরস বিরল বিন্দু নয়ন ভাসায়,
কাণে কাণে আশা আসি তখনো কহিছে,
"হইল দুখের শেষ এই লো কামিনী"।
হইল দুখের শেষ না বাড়িল যে দুখ;
শরীর যন্ত্রণা শেষ, প্রসূত তনয়,
কুমার কুমার নব সোণার পুতুল,
নয়ন মুদিয়া ছিল নবীনা প্রসূতা
তাড়াতাড়ি কোলে করি লইল তনয়,
সোণার পুতুল কিন্তু দেহে নাই প্রাণ!
আশা যা বলিয়াছিল মিথ্যা হল সব,

না শুনিবে চাঁদ মুখে আধ মাম্মা রব।

৩

ঐ দেখ যুবক এক কেমন সুন্দর,
বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, বিশাল মানস,
অটল মানস তার, অচল বচন,
বিচারে পণ্ডিত অতি, আচারে পবিত্র,
সদা দেশ হিতে রত, সুচারু চরিত্র,
ন্যায় শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, অথচ রসজ্ঞ,
সংস্কৃতের পারদর্শী, বিদেশী ভাষায়
উপাধি পাইয়া খ্যাত ভারত মণ্ডলে,
প্রাচীন গণিত পথ. বহুশ্রম সাধ্য,
বলিয়া, দেখায় পথ অতীব নূতন,
হেন ছেলে পেয়ে, ধেয়ে গিয়ে, কোলে লয়ে,
চুম্বিয়া সে চাঁদ মুখ, সুখেতে বাড়ায়ে দুখ,
নীরবেতে বঙ্গ মাতা কাঁদিতে লাগিল;
চুম্বনে সুখ বা দুখ, রোদনে দুখ বা সুখ,
সেই মাতা সেই পুত্র সেকথা বুঝিল।
ভাবে যুবা মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে,

"অনাথিনী জননীর করিব উদ্ধার,
পুত্র হয়ে কার্য্য আমি করিব মাতার,
দেখিবে সকল লোক বঙ্গের গৌরব,
ফুটিবে বঙ্গের ফুল ছুটিবে সৌরভ।"
অকস্মাৎ ভাবে যুবা "হায় একজনে
পারে নাকি করিবারে বঙ্গের উদ্ধার ?"
বিষাদে ভাঙ্গিল সাধ জীবনে অসাধ ;
দ্বাররুদ্ধ গৃহমধ্যে লম্বমান দেহ,
গলদেশে কাল পাশ বিস্ফারিত চক্ষুঃ
কপালে উঠিয়া আছে, জিহ্বা বহির্গত।
কোথা কমনীয় যুবা কোথা দেখ এই
আত্মহার ভয়াত্মক উৎকট বিকট
লম্বমান দেহদণ্ড ! কোথায় এখন
বঙ্গের উদ্ধার আর মাতৃমুখোজ্জল !
হায়রে অভাগী তুই দুর্দ্দশা দেখিয়া
পলাইল কোল ছাড়ি তোর যাদুধন !"
নীরবেতে বঙ্গমাতা কাঁদিতে লাগিল ;
বিরলে সরল গালে অশ্রুধারা দিল ;

এবার সুখে বা দুখে সকলে বুঝিল।

৪

"এই দেখি প্রভাকরে ভুবন উজ্জ্বল করে,
ক্ষণেক বিলম্ব পরে সব তমো আচ্ছাদিত;"
পরে দেখি অকস্মাৎ হয় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত
ঝঞ্ঝণায় বজ্রপাত, পাপী অতি ভীতচিত।
পাতশার পুত্রসনে শুভবিবাহবন্ধনে
রাজপুত কন্যাদানে করিয়া স্বীকার,
যেমন নামিতেছিল, কড়কড়ে থমকিল,
উজ্জল আঘাতে ভূমে দেহ গড়াইল।
শাজাদার শ্বশুর. হওয়া হলনা এবার।
"আশ্চর্য্য জগতকার্য্য বাক্যমনো পথাতীত"
ভাবিয়া শমনভাব হয় পাপী ভীতচিত।

৫

নগরে উঠিল রব বাবুর মহলে,
দিল্লীর নর্ত্তকী এক আসিল সহরে,
যেন বিদ্যাধরী, নাম ধরিয়া "দরিয়া"
দরিয়ার মত যায় দেশ ভাসাইয়া।

শনিবারে দিনস্থির   করি কুতূহলে
দরিয়ার মোয়াফেলে   মাতিল সকলে ;
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা বাবুর বাগানে !
আমোদিছে নাসারন্ধ্র   দেখ কোন স্থানে
পলান্ন, পিষ্টক, পূরী,   পূপ, সূপ, পেটি,
কালিয়া, কোরমা, কোপ্তা, কাবুলি কাবাব ;
বাক্সবন্দী বিলাতীয়   বারুণী কোথায় ;
কোথা বা ভৃত্যের দলে   মুহুমুহু হাসিছে,
ঠাকুরের নিরঞ্জন   দিবানিশি টাঁকিছে ;
বাইজি ভেড়ুয়া হোথা পাশাপাশি বসিছে।
আসিল রজনী ! নাচ   আরম্ভ হইল ;
সুন্দর বৈটকখানা   বড় বড় ঝাড়
ঝুলিছে ; জ্বলিছে বাতি ; চৌদিকে শোভিছে
বিশাল দর্পণ   চারু, তার প্রতিবিম্ব
উপহাসি দেখাইছে   বাবুর সমাজে
সেই মত কত গুলি   চিত্র নাট্যালয়।
গোলাপে বেড়িয়া জাঁতি, যূথিকা, মতিয়া,
সৌরভে পূরিয়া গৃহ   করিছে বিরাজ।

আতর গোলাপ পাশ; অতি দীর্ঘ নল
ধরিয়া সুবর্ণ হুক্কা করিতেছে দম্ভ;
চলিছে দরিয়া মরি! দরিয়ার মত
চলিতেছে স্রোতঃ; আর ভাসিছে দুকূল;
উঠিছে তরঙ্গ মৃদু মধুর লহরী
বক্ষেতে আকাশ ভাব; তীরছায়া নীরে;
চলিতেছে কণ্ঠস্রোতঃ স্বর্গ মন্দাকিনী,
উঠিছে তরঙ্গ মৃদু মধুর লহরী;
স্বরেতে স্বর্গীয় ভাব; অনুরাগ রাগে।
প্রভাতা হইল বিভাবরী। কোথা বাবু?
হয়ে বিষণ্ণ বদন যত সব ভৃত্যগণ
বাহির করিল শব ধরাধরি করি!
রাত্রি জাগরণে, আর অমিত ভোজনে,
বারুণী সেবনে, মৃত বিসূচিকা রোগে।
পাণ্ডুর বরণ দেহ, চক্ষুঃ হায়! স্থির,
না দেখে লোচন নৃত্য সেই বাইজির।
কালিকার উৎসব কই? কই সে আনন্দ?
হায়! কেজানে কপাল কথা? সকলেই অন্ধ।